

ইনকিলাব

খণ্ড ১ (৬)

১৬/৫/৫৫

১৯৫৫

১২/১১/৫৫

মোহাম্মদ আহমদ



খোশরোজ কিতাব মহল

• ঢাকা •

প্রকাশক:

এম, আবদুল হাই,
খোশরোজ কিতাব মহল,
১৫নং বাংলাবাজার, ঢাকা।

প্রথম প্রকাশ :

পহেলা বৈশাখ; ১৩৫৮।

মুদ্রাকর :

[দুই আনা]

এম, টি, মল্লিক,
আবু আট' প্রিন্টিং ওয়ার্ক'স,
২নং শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা।

ইনকিলাব্

—:():—

জিন্দাবাদ,
ইনকিলাব জিন্দাবাদ ।
ফংস হউক অত্যাচারীর স্বপ্ন-সাধের রাজ্-প্রাসাদ ;
ইনকিলাব জিন্দাবাদ ।

ওই ক্রন্দন-ধ্বনি—
উঠিয়াছে রণি’
মর্য়-বিদারী হা-হুতাশ ;
সত্ত্ব-প্রসূত জীবন-তোরণে ফেলিছে দীর্ঘশ্বাস ।
অন্ন-ভূখা পेटের জ্বালা সহিতে পারে না আর,
মুখের গ্রাস নিয়েছে কাড়িয়া কোন্ সে জালিম তার ?
দাও ভেঙে আজ আজাদ মানুষ জালিম জনের সেই প্রাসাদ,
ধন্য হউক শক্তি-তোমার লওহে আশীর্বাদ ।
জিন্দাবাদ,
ইনকিলাব জিন্দাবাদ ।

হৃদম যত ঘোঁকা বীর—

নূতন আশা জিন্দেগীর.

উন্মাদনায় ওঠ'রে মাতি' আজকে নূতন সৃষ্টির,
নিত্য নব কৃষ্টির।

ধর্ম আজি সত্য হউক, আশুক ফিরে বিশ্বাস,
প্রগতি আবার আশুক ফিরায় স্বস্তির নব নিশ্বাস।
সর্বহারা চলিছে কাঁদিয়া ভিজায় ধরণী-তল,
নির্বাক কর ফুৎকার দিয়া দানবের ত্রোধানল।
বাঞ্ছার মত, উল্কার মত আয়রে ছুটিয়া আশ,
শান্তির বাণী, সামোর বাণী বিশ্ব যেনরে গায়।
উচ্ছ্বাল আর অনিয়ম যত পাপ এই ধরণীর,
নির্মূল কর নিষ্পত্তাবে ফেলিও না আঁখি-নীর।
মহাকাল আজ উঠুক গরজি'—সাবধান ওরে সাবধান,
বজ্র-নিম্নাদে দাও ঘুচাইয়া ছুনিয়ার যত বাবধান।

ঘোঁকা যত যুদ্ধ কর, কোরোনা বাদানুবাদ,
হত্যা কর কঠোর হাতে হ'য়ে নাকো উন্মাদ।

জিন্দাবাদ,

ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

ভয়ঙ্কর আজ প্রলয় কর পরি' আগুনের বর্ষ,
মহাবিচারক করগো বিচার বাঁচায় রাখিতে ধর্ম।
ধর্মের নামে এসেছে গ্লানি, সেবার নামে শোষণ,
শয়তান তরে আশুক নামিয়া ধ্বংসের সাইক্লোন।

দুর্জয় তুমি দুর্দম বেগে শয়তান মার এসে,
 আসিয়াছে কত শয়তান আজ ভণ্ড মানুষ বেশে।
 অন্তর্যামী হাসিছে দেখিয়া জালিমের রণ-সাধ,
 প্রলয় আসিয়া করিবে তাহার সব আশা বরবাদ।
 জিন্দাবাদ,
 ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

বীর খালিদ আর হজরত আলী—সেনানী ইছলামের,
 দাও ভেঙে আজ, দাও ভেঙে সব কীর্তি উন্মাদের।
 কামাল আত্মক ফিরিয়া আবার এই ধরণীর পরে,
 ভণ্ড যত শয়তান-বেশী মানুষদিগের তরে।
 এজিদ লাগিয়া উঠুক জলিয়া তীব্র বহি-শিখা,
 ইতিহাসে থাক হারুণের নাম স্বর্ণাকরে লিখা।
 নেপোলিয়ন করুক আবার বিজয় সারা বিশ্ব,
 মহামানুষ যুচাক বিভেদ নিজেই করিয়া নিঃশ্ব।
 দুনিয়ার বুকে জাগুক প্রেম, বহুক প্রেমের বন্যা,
 ধ্বংস-শেষে সৃজন করুক সাধের মানস-কন্যা।
 অতীত আর ভবিষ্যত বর্তমানে হোক লীন,
 সামোর চোখে ধরণীর ধূলা নাহি হবে কভু হীন।
 বিপ্লবী খুন উঠুক নাচিয়া মুক্তিকামী বক্ষে,
 শয়তানে দেখি' রক্ত ছুটুক সবার টুটি চক্ষে।
 মহাযাতুকর দেখিয়া কেহ পেতো না ঘাতুর ফাঁদ,
 চৈত্র-শেষের বর্ষা আসিয়া মাটিতে করুক আবাদ।

জিন্দাবাদ,
ইনকিলাব জিন্দাবাদ ।

মক্কার বুকে রহিয়াছে কাবা—খোদার মহাসম্পদ,
মদিনার মাঝে আছে ঘুমায়ে নবী মোহাম্মদ ।

জেরুসালেমে গেঁথেছে কবর কত যে পূণ্যবান,
মাটির সাথে রয়েছে মিশিয়া কত সে ভাগ্যবান ।
খোদার নূরের আলোকে হউক আঁধারের গতিরোধ,
আলীর হাতের তরবারী নিক্ জুলুমের প্রতিশোধ ।

ইউজুফের মহাসৌন্দর্য্য তুমি, জোলায়থার বুকে প্রেম,
লায়লার তরে মজন্ম তুমি, সিরাজ-মহিষার হেরেম ।

শিক্ষা তুমি, দীক্ষা তুমি, যুগের ধর্ম্ম-গুরু,
তোমাতে ঘিরিয়া নূতন করিয়া জিন্দেগী হোক সুরু ।

মহাকালের বারতা তুমি, কবির কল্প-তরু,
তোমার গানে হউক সজীব শুষ্ক হৃদয়-মরু ।

মহাভীতি নহ, প্রীতি তুমি, ত্রাতা ধরিত্রীর,
শ্রাবণ-ধারায় আসুক নামিয়া প্লাবন বারিধির ।
আপনার মাঝে হের আপনারে বিশ্বাসে ভরপুর,
বিধাতার হাতে মহাবীণা তুমি, তোমাতেই বাজে সুর ।

সৃষ্টি-বুকের ভালবাসা তুমি,—তুমি হে সদানন্দ,
আপন সুরে যাওগো গাহিয়া বাঁধন-হারা-ছন্দ ।

নরের তরে নারীর বুকে জাগুক মহা-স্বপ্ন,
 জিন্দা হউক মোন আজি—মহা-ধ্যান-মগ্ন।
 মানুষ হউক মানবী সীতার পরম ধর্ম-পতি,
 বিশ্বের বুকে চলুক আবার সৃষ্টির মহাগতি।
 জীবন তুমি, যৌবন তুমি, তুমি মহাশক্তি,
 বিপ্লব তুমি, ছলভ তুমি, দেবতার চিরভক্তি।
 বিজ্ঞান তুমি, গবেষণা তুমি, তুমি যে এ্যাটম্ বম্,
 মহাকালের বিপ্লব তুমি, স্বার্থপরতার যম্।
 দাও ভেঙে আজ সানন্দে সব “নূহ-প্লাবন” বঁাধ,
 ছনিয়ার বুকে নূতন করিয়া হোক শান্তির আবাদ।
 জিন্দাবাদ
 ইনকিলাব্ জিন্দাবাদ,

ক্রান্তি তোমার যাও ভুলে আজ আজাদ কর্মবীর,
 মঙ্গল-আশীষ মাথায় তোমার বিশ্ব-বিধাতার।
 বিজয়োল্লাস শোন সবে ওই, এসহে ছুটিয়া আজ,
 বিপ্লবী ঝড় উঠিছে মাতিয়া, কর কর রণ সাজ।
 বাজিছে দামামা বিশ্ব ব্যাপিয়া,
 দূর-দিগন্ত কাঁপিয়া কাঁপিয়া,
 ওই স্বর্গ্য মর্ত্য নাচিয়া নাচিয়া,
 ঘোষিছে বিজয় হাঁকিয়া হাঁকিয়া—
 জিন্দাবাদ,
 ইনকিলাব্ জিন্দাবাদ।

এই সঙ্গে পড়ুন

মোহাম্মদ আহমদের

শারাবান তহরার

ঐশী প্রেমের তত্ত্ব-মূলক কাব্য-গ্রন্থ ।

দাম : দেড় টাকা

ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন :— নবীন কবির ছন্দ ও ভাষার উপর চমৎকার অধিকার আছে । বাস্তবিক তাহা মনোমুগ্ধকর ও ক্রিষ্ট বিদ্যাজনকও বটে । পারসীক কবিদিগের বিশেষতঃ উমর খৈয়ামের ভাবের প্রতিচ্ছবি ইহাতে স্পষ্ট । একপ ধরনের মৌলিক কাব্য-গ্রন্থ বাংলা ভাষায় খুবই বিরল ।

সুলাহিতিক এস, ওয়াজেদ আলি বলেন :—এই কুবাইরীয়াত গুলি আমি গভীর মনোযোগ ও আনন্দের সহিত পড়িয়াছি । এই গুলির মধ্যে লেখকের উচ্চ শ্রেণীর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় । ইহাতে খুব উচ্চ ধরনের মৌলিক চিন্তাধারাও পরিলক্ষিত হয় ।

কবি গোলাম মোস্তফা বলেন :—এই ছোট কাব্যখানির মধ্যে এমন একটা ভাবানুভূতি এবং রসবোধ আছে যাহা পাঠকের অন্তরস্পর্শ না করিয়াই যায় না । রূপক কাব্যের মধ্যে কবির ইঙ্গিত এবং লক্ষ্য কোথায় তাহাই বিচার করিতে হইবে ।

এ, কে, ফজলুল হক (এড্‌ ভোকেট জেনারেল) বলেন :—লেখকের ভাবধারা বাংলা দেশে বিস্তৃতিলাভ করিলে বাংলার মুছলিম সমাজ বথেষ্ট উপকৃত হইবে ।